e-mail : prabhuhaldar@gmail.com

পরিবেশ রক্ষায় মাসিক মুখপত্র

# আজকের বসুন্ধরা

আগামী সংখ্যায় ঃ পকেটমারির রকমফের

**পকেটমারিতে বাংলাদেশি মহিলা**

★পকেটমারির অভিযোগে এক বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেপ্তার করল হাবড়া থানার পুলিশ। ধৃত মহিলার নাম হোসেনআরা বেগম। তার বাড়ি বাংলাদেশের দৌলতপুরে। বৈধ পাসপোর্ট নিয়ে সে ভারতে আসে। হাবড়ার জয়গাছি সুপার মার্কেটে কয়েকজনের মোবাইল ও মানিব্যাগ পকেটমারি করে বলে অভিযোগ। *(৪.৯.১৯, বর্তমান)*

M. - 8436644591, 8926420134 ◆ VOL-9 ◆ ISSUE- 5 ◆ MARCH 2020 ◆ REGD. RNI NO.-WBBEN/2011/41525 ◆ RS. - 2.00 ONLY.

## গ্রামবিকাশে চরকায় সুতো কাটা শুরু হল

**রণিতা দাস (দে) ঃ** ঘুটিয়ারি শরীফ খাদি অফিস থেকে তপনজ্যোতি দাস, জেলা আধিকারিক, পঃবঃ রাজ্য খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ, পিনাকী মুখার্জী, জেলা আধিকারিক খাদি গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ, প্রশান্ত সামন্ত, মার্কেটিং ম্যানেজার, খাঃগ্রাঃপঃ ও প্রশিক্ষক অষ্টপদ দাস বাসন্তীর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্রে' মহিলাদের চরকায় সুতো কাটার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। গত ২৭ জানুয়ারি এই অনুষ্ঠানে ছিলেন ব্যবস্থাপক সংস্থার সম্পাদক বিশ্বজিৎ মহাকুড়, প্রবাসী বাঙালি গণেশ সেনগুপ্ত ও সাংবাদিক প্রাবন্ধিক প্রভুদান হালদার। এই সভায় বক্তাগণ বলেন, চরকায় সুতো কাটার কাজ মহিলাগণ ভালো শিখতে পারলে, দিনে আট ঘন্টা কাজ করে প্রতিদিন ১৩৫ টাকা করে আয় হবে। এই আয় থেকে ১২% টাকা ওদের পিএফের জন্য কেটে মজুরি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এই মহিলা শ্রমিকদের দেওয়া হবে। এরা পুজোর বোনাস পাবেন। বছরে একশো কুড়ি দিন হাজিরা থাকলে ১২০০ টাকা সরকারি অনুদান পাওয়া যাবে। সবই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে জমা হবে। জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্রের সম্পাদক বিশ্বজিৎ মহাকুড় বলেন, ২৩টা চরকা এখানে আছে। ২৫ জন শিক্ষার্থী মহিলা নেওয়া হয়েছে। সুতো উৎপাদনের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে। সমস্ত খরচ বা আর্থিক সহযোগিতা করবেন ঘুটিয়ারি শরীফ খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবন।

## ডেনমার্ক - ৩৮

### ডেনমার্কের অর্থনীতি

★ ডেনমার্কে একটি ক্ষুদ্র, উন্মুক্ত ও নমনীয় বাজার-অর্থনীতি বিদ্যমান। ডেনমার্কের উৎপাদন শিল্প মূলত জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর, শ্রমনির্ভরশীলতা কম। উৎপাদন শিল্প আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। ডেনমার্ক ধনী ও অত্যন্ত আধুনিক একটি দেশ। এখানকার নাগরিকেরা ইউরোপের সবচেয়ে উঁচু জীবনযাত্রার মানগুলির একটি উপভোগ করেন। ডেনীয়রা তাদের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারে চাতুর্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। এটি ইউরোপের সবচেয়ে প্রাচীন ও ব্যাপক সমাজকল্যাণমূলক রাষ্ট্রগুলির একটি। ফ্যাশন, শিল্পকারখানার ডিজাইন, চলচ্চিত্র ও সাহিত্য ডেনীয়রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ডেনমার্কের বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে আছেন হান্স ক্রিস্টিয়ান আণ্ডারসন, যিনি তাঁর রূপকথাগুলির জন্য সারা বিশ্বে বিখ্যাত এবং বিখ্যাত দার্শনিক সরেন কিয়ের্কেগর।

**খেলা ঃ** ডেনমার্কের জাতীয় খেলা ফুটবল। দেশটিতে ১ হাজার ৬০০ ফুটবল ক্লাব রয়েছে, যেখানে ৩ লাখ ২০ হাজারের অধিক নিবন্ধিত খেলোয়ার রয়েছে। এছাড়া তারা হ্যান্ডবল, টেনিস, হকি, বাস্কেটবল খেলাসহ সাইকেলিং করতে বেশি পছন্দ করে।

## কোটি টাকা প্রতারণায় ধৃত ভুয়ো আইনজীবী

★ বামনগাছি থেকে রাজদীব দাস ওরফে কৌশিক নামে এক ভুয়ো আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করল দত্তপুকুর থানার পুলিশ। কোটি টাকারও বেশি প্রতারণার অভিযোগ আছে রাজদীপের বিরুদ্ধে। রাজদীপকে তোলা হয় বারাসত আদালতে। বিচারকের এক প্রশ্নের উত্তরে রাজদীপ জানায়, সে আইনজীবী নয়। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, হাইকোর্টের আইনজীবী ও সরকারি আইনজীবী পরিচয় দিয়েও বহু লোকের কাছ থেকে কোটি টাকারও বেশি রাজদীপ আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বারাসত মধ্যমগ্রামের বাইরেও তার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আছে বলে জানা গেছে। শুধু আইনজীবীই নয়, ব্যবসায়ী পরিচয় দিয়েও রাজদীপ বহু টাকা আত্মসাৎ করে বলেও জানতে পেরেছে পুলিশ। *(১.১২.১৭)*

## বাসে মোবাইল ফোন নিয়ে সতর্ক থাকুন

★ পুলিশে অভিযোগ জানালে হারানো মোবাইলটি নজরদারিতে রাখা হয়। বেশ কিছু ক্ষেত্রে মোবাইলটি চালু করলে ধরাও পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে ধরা যাচ্ছে না কেন? জানা গেছে, পকেটমারি করে মোবাইল বিক্রির পদ্ধতি বদলে ফেলেছে দুষ্কৃতিরা। পকেটমাররা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মোবাইল বন্ধ অবস্থাতেই ভেতরের সিম কার্ডটি ফেলে বাংলাদেশে পাচার করে দিচ্ছে। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হল, হাল ফ্যাশনের স্মার্ট মোবাইলটি খুলে ব্যাটারি, স্মার্ট স্ক্রিন, মোবাইলের 'বডি', মেমোরি কার্ড—সব আলাদা করে খুলে বিক্রি করে দিচ্ছে। আর যে অংশটি থাকলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা, সেটি ফেলে দিচ্ছে। এভাবে পকেটমারদের লাভও হচ্ছে বেশি। জানা গেছে, পকেটমারি হওয়ার ঘন্টা খানেকের মধ্যে মোবাইল উদ্ধারের সম্ভাবনা বেশি। নাহলে যন্ত্রাংশ বিক্রি হয়ে যাবে। *(২৭.৫.১৯)*

## ১৮ জনকে বিয়ের পর গ্রেপ্তার কনে

★ নিজের ইচ্ছায় বিয়ের পিঁড়িতে চেপে বসত। কয়েকদিন পর স্বামীর বাড়ি থেকে সুযোগ বুঝে টাকা গয়না নিয়ে চম্পট দিত সে। এই কায়দা ছাড়াও অন্য কৌশল ছিল টাকা কামানোর। কিন্তু পুলিশের হাতে পড়ে সেই কৌশলও ব্যর্থ হয়ে শেষপর্যন্ত পুরো দলটি এখন পুলিশের জালে। এই লুটেরা কন্যাকে গ্রেপ্তার করেছে ইউপির বান্দা জেলার পুলিশ। আলাপ জমিয়ে প্রেমের নাটক করে তরুণী নির্মলা বিয়ে করে ঘনশ্যামকে। বিয়ের তিনদিন পর কুলদীপ নামের এক ব্যক্তি পৌঁছে যায় ঘনশ্যামের বাড়ি। দাবি করতে থাকে নির্মলা তার স্ত্রী। তাকে অপহরণ করে বিয়ে করেছে ঘনশ্যাম। পুলিশে অভিযোগের ভয় দেখায়। তারপর দু'লক্ষ টাকা চেয়ে মিটমাট করার কথা বলে। শেষে পুলিশ ঘনশ্যাম ও তার ভাইকে গ্রেপ্তার করার পর খবর ছড়িয়ে পড়ে। তরুণীর আসল পরিচয় সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে একে একে ছুটে আসে তরুণীর প্রাক্তন স্বামীরা যাদেরকে ঠকিয়ে পালিয়ে এসেছে এই মক্ষীরানি। পুলিশের কাছে এ পর্যন্ত ১৮ জনকে এভাবে বিয়ে করার কথা কবুল করেছে নির্মলা। *(১৭.১.১৮)*

## পরিবেশ

### সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধারে সচেতনতা সভা

**দেবানন্দ দাস ঃ** ম্যানগ্রোভ বা লবণাম্বু উদ্ভিদ বা বাদাবন এমন এক স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সম্পদ যা সম্পূর্ণরূপে মানুষকে বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক পরিষেবা দিয়ে চলেছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গোপসাগরে উদ্ভূত ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ থেকে কলকাতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কয়েক দশক ধরে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সুন্দরবনের এই রক্ষাকারী প্রাকৃতিক সম্পদ আজ হুমকির মুখে। এর জন্য প্রত্যক্ষরূপে দায়ী মানুষের লোভ, লালসা ও আংশিক দায়ী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনা।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদ, বাসন্তী ব্লক বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটির সহযোগিতায়, বাসন্তীর স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধারে এক সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জয়গোপালপুরে গত ২৮ জানুয়ারি এই সভায় বাসন্তী, গোসাবা, সন্দেশখালি-১, সন্দেশখালি-২ ও হিঙ্গলগঞ্জ ৫টি ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, থানার ওসি, বিডিও ও সুন্দরবন এলাকায় পরিবেশ নিয়ে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবি সংগঠনগুলোকে আহ্বান করা হয়েছিল।

এই ব্যতিক্রমী সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন পরিবেশ দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি প্রভাত মিশ্র, মেম্বার সেক্রেটারি (বায়ো-ডাইভারসিটি), সিদ্ধার্থ রায়, সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের ফিল্ড ডাইরেক্টর সুধীর দাস, সুন্দরবন বিশেষজ্ঞ সুভাষ আচার্য, ড. অনির্বান রায়, প্রভুদান হালদার (চেয়ারম্যান, বাসন্তী বায়ো ডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি) প্রমুখ। পাওয়ারপয়েন্ট-এর সাহায্যে সুন্দরবনের লবণাম্বুর বর্তমান অবস্থা এবং বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন পঃবঃ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের চেয়ারম্যান ডক্টর অশোককান্তি সান্যাল এবং অজন্তা দে (নিউজ)।

উপস্থিত গ্রাম প্রধান ও এনজিও প্রতিনিধিগণ সুন্দরবনের লবণাম্বু পুনরুদ্ধারে মতামত ব্যক্ত করেন। পরিবেশ দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি প্রভাত মিশ্র বলেন, এই সভায় সুন্দরবনের লবণাম্বু ও বাস্তুতন্ত্র বাঁচাতে যে পরামর্শ এসেছে তা আগামী দিনে রূপায়ণের চেষ্টা করা হবে। সুন্দরবনের অন্যান্য ব্লকগুলিকেও একইভাবে একত্রিত করে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ও লবণাম্বু বাঁচাতে দ্রুত একটি পরিকল্পনা প্রস্তুতের উদ্দেশ্যেই এই ধরনের সভার আয়োজন করা হয়েছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বাসন্তী ব্লক বায়ো ডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও ব্যবস্থাপক এনজিও জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের সম্পাদক বিশ্বজিৎ মহাকুড়। সুন্দরবনে এই ধরণের সরকারি উদ্যোগ এই প্রথম।


**বিবেকানন্দ কমিউনিটি কলেজ ফর ভোকেশনাল এডুকেশন**

**পরিচালনায় - জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র**

বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, আয়ের বৃদ্ধি ও সুনিশ্চিত করতে জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র নিরলস প্রচেষ্টা করে চলেছে। বেকারত্ব দূরীকরণ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার লক্ষ্যে এতদাঞ্চলের সাধারণ যুবক যুবতীদের বিনা খরচে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে এই সংগঠন।

**উদ্দেশ্য**

❖ পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ❖ ভবিষ্যত প্রজন্মকে আরো গতিশীল করা ❖ ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ❖ বিশেষ চাহিদা ভিত্তিক বিষয় নির্বাচন ❖ দেশি ও বিদেশি প্রশিক্ষকদের যৌথ উদ্যোগে যুগোপোযোগী প্রশিক্ষণ

**বিষয় ঃ** ১) ছুতোর ২) পাইপ লাইন ৩) গাড়ি মেরামত ৪) ঝালাই

**—ঃ শর্তাবলী ঃ—**

❖ বয়স হতে হবে ১৬ বছরের উর্ধ্বে ❖ শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি বা তার বেশি ❖ নির্দিষ্ট সময়ে ও ক্লাসের দিনগুলিতে বাধ্যতামূলক উপস্থিত থাকতে হবে ❖ কোর্স শেষ হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিক ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ❖ সংগঠনের সাধারণ নিয়মাবলী পালন ও শৃঙ্খলা রক্ষা ❖আধার কার্ডের জেরক্স ও ১ কপি ছবি (পাসপোর্ট) জমা দিতে হবে

**প্রশিক্ষণ শুরু হবে ১ মার্চ থেকে এবং আসন সংখ্যা ৩০**

**যোগাযোগ ঃ জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র**

জয়গোপালপুর, জে.এন.হাট, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগনা, ৭৪৩৩১২

মোবাইল - ৯০৯১২০২৮৩৮, ৯৭৩২৭১৬৯২৬, ৯৭৩৫৫১২৬৯৫


## কী বিচিত্র এই প্রাণী জগৎ - ৪০

### সাপের মৃত্যুর কারণ এক ক্ষুদ্র মকড়সা

★ শেষে কিনা লম্বা বিষধর সাপের মৃত্যু হল ছোট্ট একটা মাকড়সার কামড়ে? গল্প নয়, বাস্তব। মাত্র আধ ইঞ্চির মাকড়সার ক্ষমতা দেখে সকলেই তাজ্জব বনে গেছেন। বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষাক্ত মাকড়সাগুলোর মধ্যে এর স্থান সবচেয়ে প্রথমে। নাম তার রেডব্যাক স্পাইডার, দেখা মেলে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে। সম্প্রতি তার কামড়ে প্রাণ হারিয়েছে বিষধর সাপ। তাহলেই বুঝতেই পারছেন মাকড়সার বিষ সাপের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। প্রথমে একটি সাপের মৃত্যু হলে তা বনদপ্তরের নজরে আসার পরও সঠিক কারণ জানা যায়নি। তবে পরপর কয়েকবার এই ঘটনা ঘটার পর নড়েচড়ে বসেন আধিকারিকরা। পরীক্ষা করে দেখা যায় বিষধর মাকড়সার কামড়েই এইসকল সাপের মৃত্যু হয়েছে।

### বিলুপ্ত কচ্ছপের মিলল খোঁজ

★ শেষ দেখা গিয়েছিল ১৯০৬ সালে। পরিবেশবিদদের আশঙ্কা দূর করে ১০০ বছর পর পালাপগাসের বিরাট আকারের কচ্ছপের দেখা মিলল। সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর পালাপগাস দ্বীপপুঞ্জের ফার্নান্দিনা দ্বীপে বিরাট কচ্ছপের প্রজাতির খোঁজ পাওয়া গেছে। কচ্ছপটি ফার্নান্দিনা জায়ান্ট কচ্ছপ প্রজাতির। কচ্ছপটিকে উদ্ধার করে সান্তাক্রুজ দ্বীপে পালাপগাস কনজারভেশন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আনুমানিক বয়স ১০০ বছরের বেশি। ১৯০৬ সালে শেষবার এই প্রজাতির কচ্ছপের দেখা মিলেছিল। কচ্ছপটির বৈজ্ঞানিক নাম 'শেলোনোয়াদিস ফান্টাসটিকাস'। বিজ্ঞানীদের আশা একই প্রজাতির আরো কয়েকটি কচ্ছপ দ্বীপে আছে। *(২৫.২.১৯)*

প্রতারকের থেকেও বড় অপরাধী যারা প্রতারিত। কারণ, বাস্তবহীন লোভই তাদের প্রতারিত করেছে। — সঃ প্রতিদিন


# আজকের বসুন্ধরা

১৭ ফাল্গুন ১৪২৬, ১ মার্চ ২০২০ (প্রকৃত ১২ বর্ষ ১০ম সংখ্যা)


## সম্পাদকীয়

### বহিরাগতদের ইনস্টিটিউশানাল কোয়ারেন্টাইন চাই

★ গত রবিবার ২২ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর আবেদনে সারা দিন সারা দেশে পালিত হয় জনতার কারফিউ। এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ তা পালন করে। তার পরের দিন ২৩ তারিখ ৫টা থেকেই রাজ্যে লকডাউন শুরু হয়ে যায়। মানুষ মেনেও চলছে। সুন্দরবনের বাসন্তীর এক প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কান্তিলাল দেবনাথ টেলিফোনে বললেন, এলাকায় প্রচুর বাইরের মানুষ ঢুকে পড়েছে। দিল্লি ইত্যাদি অন্যান্য রাজ্য থেকে আগতকে কেবল থার্মাল টেস্ট করে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বলা হচ্ছে। কিন্তু যদি এদের মধ্যে কারোর করোনা ভাইরাস প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তো প্রথমেই অজান্তে তার বাড়ির লোকজন আক্রান্ত হবে। অন্যদিকে, তারা পুরোপুরি ঘরে থাকছে না। একটু আধটু রাস্তাঘাটে, আশেপাশে বার হচ্ছে। তাদের বাড়িতে পাড়া-প্রতিবেশী দু-একজন খোঁজখবর নিতে চলে আসছে। কারণ তারা বহুদিন বাইরে ছিল। সুতরাং যদি কোনওভাবে এই বহিরাগতরা করোনার বাহক হয়ে থাকে, তাহলে আগামীদিনে এক ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি করবে। স্কুলগুলো, সুন্দরবন এলাকার সর্বত্র ফ্লাড সেন্টারগুলো ফাঁকা পড়ে আছে। এই বহিরাগতদের এই সমস্ত স্কুল-ফ্লাড সেন্টারে রাখা হোক। গেটে পুলিশ নিযুক্ত করা হয়, যেন কোন মতেই ওরা রাস্তায় না আসতে পারে। আর বাড়ির লোককে বলা হোক, খাবার গেটে দিয়ে যেতে। যে খাবার গেট থেকে প্রশাসনের লোকজন আবদ্ধদের পৌঁছে দেবে। এই ব্যবস্থায় সরকারের পারতপক্ষে কোন বাড়তি খরচ হচ্ছে না। শুধু থাকছে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। এখন প্রচুর সিভিক ভলেন্টিয়ার গ্রামেগঞ্জে নিয়োগ হয়েছে। সুতরাং কিছু সিভিক ভলেন্টিয়ারকে অবশ্যই এই কাজে নিয়োজিত করা যায়। এই ব্যবস্থা করতে পারলে, আগামীদিনে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

আমি বললাম, আপনি বিডিও সাহেবের সঙ্গে কথা বলুন। কিন্তু এই ব্যবস্থা এখনো রাজ্যে কোথাও তেমন হচ্ছে বলে শুনছি না। গত বৃহস্পতিবার (২৬.৩) জ্যোতিষপুর থেকে ফোনে একজন জানালেন, ওই এলাকায় চীন থেকে একজন ছাড়া পেয়ে চলে এসেছে। শোনা যাচ্ছে, তিনি নাকি দীর্ঘদিন চিনে ছিলেন। করোনার জেরে ছাড়া পেয়ে চলে এসেছেন। এখন প্রশ্ন হলো - এই ব্যক্তিদের কেবল থার্মাল টেস্ট করে বলা হয়েছিল হোম কোয়ারেন্টাইন-এ থাকতে। তিনি হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন। কিন্তু তাঁর যদি করোনা ভাইরাস থাকে, তাহলে প্রথমে তাঁর গৃহের লোকজন আক্রান্ত হবেন। বিদেশ থেকে দীর্ঘদিন পর ফিরে আসায়, গ্রামের মানুষও তাঁর বাড়ি যাচ্ছে। খোঁজখবর নিচ্ছে। জানা গেছে, করোনা ভাইরাস দেহে প্রবেশ করলে ১৩ দিন পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। যা পরীক্ষায় ধরা পড়ে না। ১৪ দিনের মাথায় ধরা পড়েছে এমন খবরও পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি বাসন্তীর কলাহাজরায় এক বহিরাগত ব্যক্তিকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল থেকে বেলেঘাটা আইডিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। সুতরাং আমার আবেদন - যাঁরা ভিন্ন রাজ্য থেকে এই রাজ্যে প্রবেশ করছেন, তাঁদের হোম কোয়ারেন্টাইনে না রেখে তাঁর নিজ গৃহসংলগ্ন যেকোন স্কুলে বা ফ্লাড-সেন্টারে রাখা হোক। এবং অবশ্যই ২৪ ঘন্টার জন্য প্রশাসনিক গার্ডের ব্যবস্থা করা হোক। যাতে না এই ব্যক্তিগণ রাস্তায় বেরতে পারেন। এখনো পশ্চিমবঙ্গে করোনা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত কিন্তু একবার শুরু হয়ে গেলে কোনভাবেই আর রক্ষা করা যাবে না। কারণ ইউরোপ-আমেরিকাসহ উন্নত দেশগুলির এমন অবস্থা জীবদ্দশায় দেখব ভাবতে পারিনি। চীন এই সমস্ত উন্নত দেশের দম্ভ চূর্ণ করে দিয়েছে। চীন সম্পর্কে আমরা যে খবর পাই সেই খবরের খুব একটা ভিত্তি নেই বলে আমার ধারণা। চীন কোনভাবেই তাদের প্রকৃত অবস্থা বিশ্বের কাছে তুলে ধরবে না। মনে রাখা দরকার - চীন কম্যুনিস্ট কান্ট্রি। সরকার সম্পূর্ণভাবে জনগণসহ দেশের সমস্ত ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম। চীন কয়েক দিনের মধ্যে একটা হাসপাতালও তৈরি করে ফেলতে পারে।

পরিশেষে, সুন্দরবন প্রতিনিয়ত ঝড়ঝঞ্ঝা খরা বন্যায় বিধ্বস্ত। বিশেষ করে ঝড়-বন্যা নদী বাঁধ ভেঙে মানুষকে করে দেয় পথের ভিখারি। মানুষ ভোগে অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের অভাবে। ফলে সুন্দরবনের বহু মানুষ ভিন রাজ্যে পাড়ি দেয় অন্নের সন্ধানে। গ্রহণ করে পরিযায়ী জীবন। সুন্দরবন ছাড়া রাজ্যের অন্যত্র এই সংখ্যা অতি নগণ্য। সুতরাং বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকার জন্য যেখানে বহু মানুষ রাজ্যের বাইরে থেকে এসেছে, তাদের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করা হোক।

### চেকবই বাড়িতে, ব্যাঙ্ক থেকে গায়েব ২০ লক্ষ

★ চিকিৎসকের চেকবই ছিল তাঁর বাড়ির লকারে। গায়েব হয়ে গেল তাঁর ২০ লক্ষ টাকা। চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের নিউরো মেডিসিন বিভাগের প্রাক্তন প্রধান প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গত ২০ নভেম্বর তিনি একটি মেসেজ পান ব্যাঙ্ক থেকে। তাঁর ২০ লক্ষ টাকা তোলা হয়েছে। ইউবিআই রিজেন্ট পার্ক শাখায় তাঁর ব্যাঙ্ক। যে চেক থেকে টাকা তোলা হয়েছিল, সেই নম্বর দেখে তিনি বলেন, চেকবই রয়েছে তাঁর বাড়ির লকারে। অথচ, চেকটি হুবহু জাল করে, তাঁর সই জাল করে টাকা তোলা হয়েছে। পুলিশের বক্তব্য, ১ লক্ষ টাকার বেশি অঙ্কের চেক কাউকে দিলে 'হাই ভ্যালু' চেক হিসেবে ব্যাঙ্ক এসএমএসের মাধ্যমে গ্রাহকের কাছে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি সম্মতি দিলেই চেক ক্যাশ হবে। বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে জমা হবে। প্রশান্তবাবুর ওই টাকা অন্য একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে জমা হয়েছে। ব্যাঙ্কও তদন্ত করছে নতুন ধরনের এই জালিয়াতির। *(১৪.১১.১৮)*

## উদ্ভিদ ও চাষবাস

### নোয়ালতা - ৫৪

★ ডাঃ সুভাষ মিস্ত্রী ঃ ডেরিস স্কান্‌ডেন্স বৈজ্ঞানিক নাম (Derris scandens) প্রজাতির নোয়ালতা সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ সহবাসী সবুজ বড় আকারের গুল্ম। কান্ডের কচি অংশ রোমশ। ডিম্বায়াতকার সূক্ষাগ্র পাতা ও অসংখ্য ফুল হয়। জানুয়ারী থেকে জুন ফুল ও ফলের স্ফীতি। নোয়ালতা সাধারণত নদীর চড়ার ঝোপে জন্মায়। মূলের রোটিনন মৎস্য শিকারের বিষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

### এস.আর.আই / শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষ

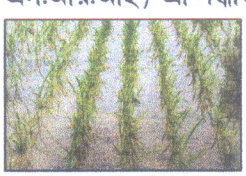

S.R.I কথাটির অর্থ হল System of Rice Intensification. বাংলায় যার অর্থ নীবিড় ধান চাষ। এই পদ্ধতির আবিষ্কারক মাদাগাস্কার দেশের একজন ধর্মযাজক, যার নাম হেনরিক। মাদাগাস্কার দেশ হল চির দুর্ভিক্ষের দেশ। ঐ দেশে পরপর দুবার খরার কারণে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। চাষীর ঘরে খাদ্য শস্যের অভাব হতে লাগলো। বর্ষার শুরুতে হাল্কা বৃষ্টি হওয়াতে এক চাষী চার্চের পেছনের জমি কর্ষণ করে বীজ ফেলে বীজতলা তৈরি করে মূল জমিতে পাতলা পাতলা করে ১ কাঠি করে রোয়া করেছিলেন। হেনরিক তার বাড়ির ছাদ থেকে সর্বদা লক্ষ করতেন। ১ কাঠি ছাড় ছাড় করে চাষ করে যা ফলন হয়েছিল তা ইতিহাসে কখনো হয়নি। তিনি চাষির কাছ থেকে এই শিক্ষা নিয়ে ১০ বছর গবেষণা ও ব্যবহারিক ফল হলো S.R.I। এখন এই পদ্ধতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আগামীদিনে এই S.R.I পদ্ধতি আগামী বিশ্বকে খাদ্য জোগাবে এবং জৈব ভিত্তিতেই এটি সম্ভব হবে।

**শ্রী পদ্ধতির সুবিধা ঃ** ● বীজ কম লাগে (বিঘাতে ৭৫০ গ্রাম থেকে ১ কেজি)। ১০// x ১০//তে রোয়া হয়। চারা থেকে চারার দূরত্ব ১০// ও সারি থেকে সারির দূরত্ব ১০//। ● বীজতলার জন্য কম জমি লাগে, বীজতলা তৈরিতেও শ্রমিক কম লাগে। ১০-১২ দিনে রোয়া করতে হয় দুই থেকে আড়াই পাতায়, উত্তর দক্ষিণ বরাবর লাইন করে রোয়া হয়। ● জল কম লাগে (প্রচলিত চাষের ৩ ভাগের ১ ভাগ)। ● পাশকাঠি বেশি হয় (৪০-৬০টি কাঠি বা আরো বেশি)। ● গুছিতে শীসের সংখ্যা বেশি হয় (কার্যকারী শীস বেশি)। ● শীস লম্বা ও ধানের সংখ্যা বেশি হয়। ● এই পদ্ধতিতে গাছের শিকড়ের সংখ্যা বেশি হয় ও গভীরে যায় ফলে জল ও খাদ্য বেশি নেয় ও ফসল বাড়ায়। ● এই পদ্ধতিতে ছাড় ছাড় রোয়া হয় বলে রোগ পোকা কম হয়। ● উৎপাদন বেশি হয় (প্রচলিত চাষের চেয়ে ৩০% বেশি)। ● প্রচলিত চাষের চেয়ে ১০ দিন আগে পাকে। ● সার্টিফায়েড বীজ তৈরি করা যায় এই পদ্ধতিতে। ● এই পদ্ধতিতে গাছ শুয়ে পড়ে না এবং গবাদি পশু এই খড় ভালো খায়।

**শ্রী পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা আছে ঃ** ● রোয়া করতে একরে ২-৩টি বেশি লোক লাগে। ● আগাছা বেশি হয় উইডার যন্ত্রে নিড়েন দিলে আগাছা সারে পরিণত হয়। ● নোনা মাটিতে এই পদ্ধতি করা অসুবিধা, এক্ষেত্রে লবণ সহনশীল ধান চাষ করতে হবে ও হাফ ইঞ্চি থেকে ১ ইঞ্চি জল রাখতে হবে। ● ১০-১২ দিনে চারা তুলে রোয়া করতে হবে।

**বীজতলা তৈরি ঃ** ২৫/ x ৪/ বা ১০০ বর্গফুট জমিতে ভালো করে কর্ষণ করে কলাগাছ বা কাঠের পাটাতন দিয়ে বেড বানাতে হবে। কর্ষণ করা বেডে প্রথমে ২// জৈব সার পরে ১// মাটি ও তৃতীয় স্তরে ২// জৈব সার ও চতুর্থ স্তরে ১// মাটি দিয়ে মোট চারটি স্তর সাজাতে হবে। ১০% লবণ জলে বীজ বাছাই করে ১ : ৩ অনুপাতে গোমূত্র ও জল মিশিয়ে বীজ শোধন করে সেই বীজ ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এবার বেডে অঙ্কুরিত বীজ ভাল করে ছড়াতে হবে। এবার বীজের উপর পুরানো ছাই/ কম্পোষ্ট এমনভাবে ছড়াতে হবে যাতে সমস্ত বীজ ঢেকে যায়, এরপর ঐ বীজতলায় ভিজে চট বা খড় বিছিয়ে দিতে হবে। ২ দিন পর পর ঝারিতে করে জলের সেচ দিতে হবে ও দুইদিন পর চট বা খড় সরিয়ে নিয়ে ১ দিন ছাড়া হাল্কা সেচ দিতে হবে। এর ১০-১২ দিন পর দুই থেকে আড়াই পাতা হবে যা রোয়ার যোগ্য হবে। রোয়ার আগে বীজতলায় প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি দিয়ে চারা শোধন করলে ভাল কাজ হবে। কাকড়ি / শুকনো পদ্ধতিতেও বীজতলা করা যেতে পারে, এমনকি কলার খোলেও বীজতলা করা যেতে পারে যা দূরের জমিতে বহন করতে সুবিধা হয়।

**মূলজমি তৈরি ও ধান রোয়া ঃ** মূল জমিতে কর্ষণের ৩৫-৪৫ দিনের আগে বিঘাতে ২-৩ কেজি ধনচে বীজ ছড়িয়ে সবুজ সার তৈরি করতে হবে, এছাড়াও জৈব সার ১-২ টন, দিয়ে জমিতে জল প্রবেশ করিয়ে এমনভাবে কর্ষণ করতে হবে, যাতে মাটি তলতলে হয়। জমিতে পর্যাপ্ত জৈব সার ব্যবহার না করতে পারলে সামর্থ অনুযায়ী জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। সব প্লটে সমানভাবে জল দাঁড়ায় এমন ভাবে জমি তৈরি করতে হবে, রোয়ার সময় ছিপছিপে জল রেখে ভাল করে মই দিতে হবে। শ্রী পদ্ধতির জন্য ১০// x ১০// কাঠের ব্লক তৈরি করে ছোট খুপি করা যেতে পারে বা জমির এক থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দড়ি বেঁধে ১০// ছাড়া রঙ্গিন সুতো বেধে সুতোর স্থানে একটি করে চারা বসাতে হবে। ১ লাইন রোয়া হয়ে গেলে ১০// দুরত্বে ২টি কাঠি রেখে লাইন সোজা করতে হবে। এমনভাবে রোয়া করতে হবে যাতে মাটি সমেত চারা বসানো যায় ও মূল শিকড়ে আঘাত না লাগে ও অল্প গভীরতায় রোয়া করতে হবে।

**সেচ ঃ** লবণ মাটি না হলে পুরো জমিটি হাল্কা সেচ দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে, এতে জল দাঁড়ানোর দরকার নেই। জমি হাল্কা ফাটল হলে শুধু জল দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে যেন মাটি শক্ত না হয়ে যায়। জল কম ব্যবহারের ফলে মাটিতে অক্সিজেন বেশি থাকে ফলে জীবাণুর কাজ বেশি হয় ফলে শিকড়ের বৃদ্ধি বেশি হয় ও গভীর থেকে খাদ্য ও জল সংগ্রহ করে। গাছে থোঁড় এলে ১// জল জমিয়ে রাখতে হবে শীষ বের হওয়া পর্যন্ত। যদি ১০ লাইন অন্তর ড্রেন / নালা করা যায় তাহলে শুধু ড্রেনে জল দিলেই হবে। এই কাজটি রোয়ার সময় করতে হবে। শীস বের হওয়ার পর আর সেচের প্রয়োজন নেই তবে মাটিতে কতটা আর্দ্রতা আছে তার ওপর নির্ভর করবে সেচ দেওয়া বা না দেওয়া।

**সার ঃ** খরিপে চাপান সার লাগে না, বোরোতে হলে জৈব সারের জোগান না থাকলে রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হবে, এক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ফসফরাস ৫০ কেজি, ইউরিয়ায় ৪০ কেজি ও পটাশ ১৪ কেজি প্রয়োজন। উক্ত সার মাটি তৈরির সময় প্রথম ও দ্বিতীয় চাপান হিসাবে দিতে হবে।

**নিড়ানী ঃ** এই পদ্ধতিতে জল কম ব্যবহারের ফলে আগাছা বেশি হয়। রোয়ার সময় কাঠায় ৬ কেজি অ্যাজোলা ছড়ালে ১৫ দিনের মাথায় গোটা জমি ঢেকে যায়, এতে আগাছা কম হবে এবং মাটিতে মিশিয়ে দিলে নাইট্রোজেন সরাসরি জোগান দেওয়া যাবে। সম্ভব না হলে নিড়ানী যন্ত্র দিয়ে মাসে ২ বার কর্ষণ করলে আগাছা নিয়ন্ত্রণ হবে ও আগাছা সারে পরিণত হবে।

**রোগ পোকা ঃ** এই পদ্ধতিতে রোগ খুবই কম হয়, বোরো মরশুমে কুয়াশা এবং বর্ষাতে আকাশ মেঘলা থাকলে ঝলসা আসতে পারে, এক্ষেত্রে প্রতিদিন সকালে কুয়াশা ঝারিয়ে দিলে এবং গোচোনা / নিমতেল মিশ্রণ ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যাবে। এছাড়া ট্রাইসাইকাজোল .৭৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে ব্যবহার করলে ভালো কাজ হবে। ব্যাকটেরিয়াজনিত ধসা হলে নিমতেলের দ্রবণ (৩%) খুবই কার্যকরী। এই ধরনের রোগপ্রবণ জমি হলে রোয়ার সময়ে বিঘা প্রতি ৪০ কেজি ঢোলকলমির পাতা জমিতে ছড়িয়ে বা কাদা করার সময় ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যাবে।

*এরপর তিনের পাতায়*


**FORM IV (Sec Rule 8)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Place of Publication | : | Vill. : Joygopalpur, P.O : J.N.Hat, P.S. : Basanti, Dist . : South 24 Parganas, Pin. - 743312 |
| 2. | Periodicity of its publication | : | Monthly |
| 3. | Printer's name (Whether citizen of India?) (if foreigner, state the country of origin address) | : | Biswajit Mahakur Vill. : Joygopalpur, P.O : J.N.Hat, P.S. : Basanti, Dist . : South 24 Parganas, Pin. - 743312, West Bengal |
| 4. | Publisher's name (Whether citizen of India?) (if foreigner, state the country of origin address) | : | Biswajit Mahakur Vill. : Joygopalpur, P.O : J.N.Hat, P.S. : Basanti, Dist . : South 24 Parganas, Pin. - 743312, West Bengal |
| 5. | Editor's name (Whether citizen of India?) (if foreigner, state the country of origin address) | : | Prabhudan Halder Vill. & P.O. : Basanti, Dist. : South 24 Parganas, Pin. - 743312 West Bengal |
| 6. | Names and address of individulas who own the newspapers and partners or share holders holding more than one per cent of the total capital. | | |

I, Biswajit Mahakur hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Biswajit Mahakur

Date : 01.03. 2020

Signature of the Publisher's & Printer's of AAJKER BASUNDHARA, South-24 Parganas

# আইনি অধিকার - ৪০

## পরিচালন সমিতিও আর ছাড় পাবে না

★ রাজ্যের সরকার পোষিত স্কুলগুলির পরিচালন সমিতির যেকোনও সদস্যের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিতে পারে। আর্থিক দুর্নীতি বা স্কুলের স্বার্থবিরোধী কোনও কা করলে সমিতির যে কোনও সদস্য বা প্রশাসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারার ক্ষমতা নিজের হাতেই রাখতে চলেছে রাজ্য সরকার। স্কুলগুলির পরিচালন সমিতি, সভাপতি থেকে শুরু করে সব সদস্যই সরকার মনোনীত। এতদিন এঁদের মনোনীত করত সরাসরি স্কুলশিক্ষা দপ্তর। খসড়া সংশোধনীতে বলা হয়েছে, এবার থেকে কমিশনার মনোনীত করবে। বলা হয়েছে, শিক্ষানুরাগী যে কোনও ব্যক্তিকে সমিতির সভাপতি এবং সদস্য করা হতে পারে। সমিতি ভেঙে দিয়ে প্রশাসকও নিয়োগ করা হতে পারে। সম্প্রতি শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগপত্র দেওয়া ও তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার মতো ২টি গুরুত্বপুর্ণ ক্ষমতাই মধ্যশিক্ষা পর্যদের হাতে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে পরিচালন সমিতিগুলির হাতে কার্যত কোনও ক্ষমতাই থাকছে না। শুধু তাই-ই নয়, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের জন্য ২৪ দফা কড়া আচরণবিধিও প্রকাশ করেছে সরকার। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের কাজে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেবে সমিতি। যদি নিয়োগপত্র থাকা সত্ত্বেও প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের কাজে যোগ দিতে বাধা দেওয়া হয়, তাহলে তা আচরণবিধি ভঙ্গ হিসেবে দেখা হবে। সরকারের অনুমতি নিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্যদ সমিতি ভেঙে দিতে পারে। যদি প্রশাসক থাকে তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে সরকার বিভাগীয় তদন্ত শুরু করতে পারে। সরকার, স্কুলশিক্ষা দপ্তর বা পর্যদ বা ডিআই—কারও বিরুদ্ধেই আদালতে যাওয়া যাবে না। এইসব জায়গায় অভিযোগ আগে লিখিত জানাতে হবে। নিষ্পত্তির সময় দিতে হবে। কোনও শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী আচরণবিধি ভঙ্গ করেছে মনে করলে পর্যদকে জানাতে হবে। নিষ্পত্তির সময় দিতে হবে। কোনও শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী আচরণবিধি ভঙ্গ করেছে মনে করলে পর্যদকে জানাতে হবে। সহকারী প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়িত্ব হিসেবে বলা হয়েছে, তাঁরা ক্লাসের প্রতিদিনের রুটিন তৈরি করবেন। পরীক্ষার রুটিন তৈরি করবেন। অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠক, শিক্ষকরা পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ঠিকমতো ক্লাসে পড়াচ্ছেন কিনা তা দেখাও সহকারী প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব। স্কুলে প্রধান শিক্ষক না থাকলে তাঁরাই প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন। *(২৮.১১.১৭)*

# পকেটমার থেকে বাঁচতে জেনে রাখুন-৪৮

## চৌর্যবৃত্তির রকমফের

★ **বানজারা** - কোলে বাচ্চা নিয়ে ঘোরে মহিলারা। ভিক্ষা চায়। ভিড় বাসে, মেট্রো স্টেশনের আশেপাশে, জনবহুল রাস্তায় এরাই ছদ্মবেশী বানজারা মোবাইল চোর। প্রথমে সম্ভাব্য 'শিকার' চিহ্নিতকরণ। প্রধানত মহিলা। বাচ্চা নিয়ে কাছ ঘেঁষে দাঁড়ানো। কিছুক্ষণ পর বাচ্চাটিকে চিমটি কেটে কাঁদানো। শিশুর দিকে মনোযোগ গেলেই দলের অন্য মহিলারা ব্যাগ উধাও। দলে ৪-৫ জন থাকে। মুলত রাজস্থানের বাসিন্দা। ঘাঁটি আসানসোল - রানিগঞ্জ।

**বাইক গ্যাং** - দীর্ঘদিন ধরে ছিনতাইয়ে হাত পাকানো চোরদের কদর বেশি। বিভিন্ন মোবাইল সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান জরুরি। কমদামি মোবাইল চুরি করলে মুনাফার বদলে লোকসান বেশি। এলাকা নির্দিষ্ট তার বাইরে গিয়ে ছিনতাই বা চুরি করলে জবাবদিহি করতে হয় দলের মাথাকে। চোরাই টাকার ভাগও দিতে হয়। বাইকে দু'জন। কথা বলতে বলতে যাচ্ছেন। আচমকা মোবাইল ছিনিয়ে চম্পট।

**খুদে গ্যাং** - ১২ থেকে ১৫ বছরের ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নামানো হয় রাস্তায়। তারা দল বেঁধে ঘোরে বাসে, ট্রামে।

# সাপের কামড়ে মৃত্যু ঃ জুলাই ২০১৯

**২ ঃ পুজা মণ্ডল (১০) সাপে কেটে মৃত্যু ঃ** জমিতে বাবাকে খাবার পৌঁছে দেওয়ার সময় সাপের কামড়ে মৃত্যু হল। মালদার বৈষ্ণবনগর থানার কৃষ্ণপুর চরসুজাপুর গ্রামে। প্রথমে স্থানীয় বেদরাবাদ ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মঙ্গলবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়।

**৫ ঃ ওঝা ফেরত সাপেকাটা রোগীকে সুস্থ করল চিকিৎসক ঃ** হেমনগরের দক্ষিণ পাটঘরা গ্রামের বাসিন্দা আশালতা মণ্ডলকে সাপে কামড়ায়। তাকে যোগেশগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন।

**৮ ঃ বাসন্তীতে সাপের ছোবলে জখম গৃহবধূ ঃ** বাসন্তী ব্লকের উত্তর রামচন্দ্রখালি গ্রামে গৃহবধূ শাহনাজ পারভীন মণ্ডল। তার বাঁহাতে ছোবল বসিয়ে দেয় একটি সাপ। ২ টুকরো সাপ নিয়ে জখম ওই গৃহবধূকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সাপটি ছোবল মারার পর ওই গৃহবধূ দরজা বন্ধ করায় সাপটি চৌকাঠে আটকে ২ টুকরো হয়ে যায়। সাপটি বিষধর নয়।

★ **সাপের কামড়ে বছরে নিহত ১,৩৮,০০০ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঃ** উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই ধরণের মৃত্যুর সংখ্যা বছরে ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষের মতো। প্রতিবছর ১ লক্ষ ৮০ হাজার থেকে ২ লক্ষ ৭০ হাজারের মতো মানুষ সাপের কামড় খেয়ে থাকেন। এর মধ্যে ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার জনের মৃত্যুর হিসেব মিলেছে। ২০০৫ সালে ভারতে সাপের কামড়ে প্রায় ৪৫,৯০০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সরকারি হিসাবের চেয়ে ৩০ গুণ বেশি এই সংখ্যা। অন্যদিকে আমেরিকা ও ইউরোপে সাপের কামড়ে নিহতের সংখ্যা কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর মাত্র ৫ জনের মৃত্যু হয়। ইউরোপের অনেক দেশে সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়ই না। 'হু' জানিয়েছে, সাপের কামড়ে আফ্রিকা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ায় বেশি মৃত্যুর কারণ, চিকিৎসা পর্যাপ্ত নয়। তাঁর সঙ্গে রয়েছে কুসংস্কার। এই কারণে ৮০ শতাংশ ছোবল খাওয়া ব্যক্তি ভরসা করেন ঝাড়ফুঁক ও ওঝার ওপরেই। সেই কারণে বাড়ছে মৃত্যু।

**৯ ঃ সর্পাঘাতে মৃত্যু ছপুরা বিবি(৪০)র ঃ** দেগঙ্গা চাঁপাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমড়ালি গ্রামের বাসিন্দা ছপুরা বিবিকে (৪০) রাতে সাপে কামড়ায়। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ওঝার বাড়ি। রাতভর কেরামতি চলার পর মঙ্গলবার ওই মহিলাকে নিয়ে আসা হয় দেগঙ্গার বিশ্বনাথপুর হাসপাতালে। সোমবার রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

**১৩ ঃ মনবালা দাস : সাপে কেটে মৃত্যু ঃ** সাপের কামড়ে অসুস্থ রোগীকে নিয়ে ঝাড়ফুঁকের পর কাকদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে কাকদ্বীপের কালিকাপুর গ্রামে। এরপরও দেহটিকে দাহ না করে ফের ওঝার কাছে নিয়ে যায়।

**১৪ ঃ মনিদীপা সাঁতরা (৩২) : সাপে কেটে মৃত্যু ঃ** পুর্ব মেদিনীপুর জেলার মান্দারমণির কালিন্দিতে। এদিন রাতে বাড়িতে রান্না করার সময় মণিদীপা সাঁতরাকে বিষাক্ত সাপ কামড়ায়। স্থানীয় গুণিনের কাছে নিয়ে যায়। গুণিন দীর্ঘক্ষণ ধরে চেষ্টা করার পর ব্যর্থ হলে মণিদীপা দেবীর অবস্থার অবনতি হয়। পরে কাঁথি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

**১৫ ঃ সাপের কামড়ে যোগীন্দ্রর মৃত্যু ঃ** পুরুলিয়ার সাতুরি থানার কৃষ্ণপুর গ্রামে সাপের ছোবলে মৃত্যু হল যোগীন্দ্র কটিক (৬০)। অন্যদিকে সাপের দংশনে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় মৃত ব্যক্তির ছেলে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

**২০ ঃ জয়ন্তী মালিকের (৪৩) মৃত্যু হল সাপে কেটে ঃ** সাপে-কাটা রোগীকে ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই মৃত্যু ঘটল।

*এরপর চারের পাতায়*

# সুন্দরবনের বাঘ ঃ জুলাই ২০১৯

**৯ ঃ আম্মাজান মোল্লা (৪৫)কে বাঘে নিল ঃ** কুলতলি থানার দেউলবাড়ি গ্রাম থেকে তিন মহিলা জ্বালানির কাঠ সংগ্রহ করতে যান সুন্দরবনের বানচাপরির জঙ্গলে। একটি বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে এক মহিলার ওপর, দুই সঙ্গী পালিয়ে যায় ও গ্রামের মানুষদের খবর দেয়। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় চিতুরি বিট অফিসেও। মানুষ ওই জঙ্গলে ঢুকে দেখেন ওই মহিলার ক্ষত-বিক্ষত দেহ জঙ্গলের মধ্যে পড়ে রয়েছে।

**১৩ ঃ বনলতা তরফদারকে (৪৯) বাঘে নিল ঃ** কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন। চকিতে মানুষখেকো টেনে নিয়ে গিয়েছে তাঁকে। খড়ের পুতুল দিয়েই গহীন জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া মায়ের চিতা জালাল চার ছেলে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের গোসাবা থানার আমলামেথির ঘটনায় চোখে জল স্থানীয়দের।

**২৯ ঃ অর্জুন মণ্ডল (৪৫)কে বাঘে নিল ঃ** সুন্দরবনের পিরখালি ১ জঙ্গলের সড়কখালি খালের কাছে ঘটনাটি ঘটে।

গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোস্টাল থানার রজত জুবিলি পাত্র পাড়ার অর্জুন দুই সঙ্গীর সঙ্গে শুক্রবার বিকালে মাছ-কাঁকড়া ধরতে পিরখালির জঙ্গলে যান। সোমবার দুপুরে জঙ্গল থেকে বাঘ বেরিয়ে এসে নৌকার মাঝি অর্জুনকে তুলে নিয়ে যায়। বডি পাওয়া যায়নি।

★ **বাঘ গণনা ঃ** ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (এনটিসিএ) বা জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের তথ্য বলছে, ২০১৫ থেকে ২০১৮ —

*এরপর চারের পাতায়*

# এস.আর.আই / শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষ

*দুয়ের পাতার পর*

খোলা পচা হলে জল বের করে মাটি ঘেটে বিঘাতে ১০ কেজি চুন ছড়ালে ভাল কাজ হবে ও নিয়মিত নিমতেল দ্রবণ ব্যবহারে সুফল মিলবে। শীস মুখে ব্যাকটেরিয়া-জনিত পাতা ধসা আসতে পারে, এক্ষেত্রে বোরিক অ্যাসিড ১০ লিটার জলে ২০ গ্রাম (বোরিক পাউডার) মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে অথবা স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন জাতীয় ঔষধ দেড় থেকে ২ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

**মাজরা পোকা ঃ** ছাড় ছাড় করে রোয়া এবং জৈব সারে চাষে এমনিতে পোকা কম লাগে ও সূর্যের আলো সরাসরি মাটিতে পড়ার ফলে পোকামাকড় কম লাগে। ধানের প্রধান শত্রু মাজরা পোকা, ধানের পাশকাঠি ছাড়ার সময় ও কাছথোঁড় আসার সময় আক্রমণ করে। এক্ষেত্রে বার্ডপারচার ব্যবহার করতে হবে। বিঘার ১৬-১৮টি পাখি বসার ব্যবস্থা করলে পাখি মাজরার মথ খেয়ে নষ্ট করবে। জমি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করলে কিছু মাজরার ডিমেরগাদা পাতার নিচে দেখা যাবে এক্ষেত্রে বাঁশের কেঁড়ে তৈরি করে ছিদ্রের মুখে গ্রীস লাগিয়ে দিতে হবে ও ডিমেরগাদা ঐ ছিদ্রের ভিতর ফেলে দিলে বন্ধু পোকা উড়ে বেরিয়ে আসবে এবং মাজরা পোকা বেয়ে এসে গ্রীসের মধ্যে আটকে যাবে অথবা ফেরোমেন ট্রাপ ব্যবহারে মাজরা ভাল নিয়ন্ত্রণ হয়।

**শ্যামা পোকা ঃ** যারা বেশি জল ব্যবহার করে বেশি নাইট্রোজেন সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে, তাদের জমিতে এই পোকার উপসর্গ দেখা যায়, এক্ষেত্রে আলোক ফাঁদ ব্যবহারে ভাল কাজ হবে। দু-চারটি স্থানে গামলায় জল ও সামান্য কেরোসিন ও ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প বসালে প্রচুর পোকা মারা যাবে।

**গান্ধী পোকা ঃ** এটি শিস্ বের হওয়ার সময় দেখা যায়। এরা দুধ খেয়ে ধান চিটে করে দেয়। এক্ষেত্রে কাঁকড়া বা শামুক (গুগলি) ১৫-২০টি নিয়ে তার শক্ত খোসায় শক্ত কিছু দিয়ে ছিদ্র করে দিলে সেটি মারা যাবে, সেই ছিদ্রে দুই আঙ্গুলে যতটা ফিউরিডান (৩জি) ধরে সেটি ঐ ছিদ্রে দিয়ে জমিতে কাঠি করে এমনভাবে ঝোলাতে হবে যাতে করে শীষের থেকে ৬″ নিচে থাকে। গান্ধী পোকা ঐ গন্ধে আকৃষ্ট হবে ও পরে মারা যাবে। এক্ষেত্রে গোটা জমিতে বিষ দেওয়ার দরকার নেই, ১৫-২০ গ্রাম ঔষুধে ভাল কাজ হবে।

**শীষ কাটা ল্যাদা ঃ** এই পোকার ক্ষেত্রে এনপিভি ভাইরাস / বি.টি প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম গুলে স্প্রে করলে ল্যাদা পোকা আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে।

**ধান কাটা ও বীজ রাখা ঃ** ৮০% পেকে গেলে ধান কাটতে হবে। বীজ তৈরি করতে হলে শিষ বের হওয়ার সময়ে দু-একটি উচ্ছিষ্ট শিষ দেখলে কেটে ফেলতে হবে। আলের ১০′ দুরত্ব বাদ দিয়ে বীজের জন্য রাখতে হবে। ঐ ধান ২-৩ বার রোদ খাইয়ে তুলে এনে ঝাড়াই করে নিতে হবে যাতে অন্য ধান না মিশে যায়। ঐ ধানে ১০-১২% আর্দ্রতা রেখে বায়ু নিরুদ্ধ পাত্রে রাখতে হবে যাতে বাইরের আর্দ্রতা ভিতরে প্রবেশ না করতে পারে। এইভাবে রাখলে ১ বছর পরেও ভাল ফল হবে ও ধানের ফলন অপরিবর্তিত থাকবে। শ্রীপদ্ধতিতে ধান জৈব পদ্ধতিতেই চাষ করতে হবে তার ধরা বাধা কোন নিয়ম নেই। চাষি প্রয়োজনে রাসায়নিক পদ্ধতিতে চাষ করতে পারে। ১ কাঠির বদলে ২ কাঠি বা ১০″ এর পরিবর্তে ৮″ দুরত্ব অবলম্বন করতে পারে। চাষি নিজের ইচ্ছামত বীজতলা তৈরি করতে পারে, কিন্তু উপড়ে নেওয়া যাবে না, তাতে শিকড় ছিঁড়ে যেতে পারে। ধান বীজ মাটি সহ ১০ থেকে ১২ দিনের চারা রোয়া করতে হবে। তবে মুল নিয়মগুলি মেনে চললে উৎপাদন ও রোগ পোকার উপদ্রব হবে না। শ্রী পদ্ধতি মানেই দেশি বীজের চাষ, প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় ৩০% বেশি উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। জৈব পদ্ধতি অবলম্বন করলে ঐ জমির বাস্তুতন্ত্রের কোনো ক্ষতি হবে না, উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

**ব্যবস্থাপনায় :** জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের কৃষি বিভাগ, Email : jgvkagriculture@gmail.com

# প্রশ্ন-উত্তর — ৪১

১০০) উমংট নদীকে 'ভারতের স্বচ্ছতম নদী' বলা হয়। এটি কোন রাজ্যে প্রবাহিত? ১০১) প্রাচীনকালে 'পুরুষপুর' নামে ডাকা হত কোন শহরকে? ১০২) দুধের শুদ্ধতা কোন যন্ত্র দিয়ে মাপা হয়? ১০৩) 'অ্যাপল' কোম্পানির প্রথম লোগোতে কার বা কীসের ছবি ছিল? ১০৪) বলিউডের কোন অভিনেতা 'S.O.N' (Son Of Nargis) নামে একটি কোম্পানি খুলেছিলেন? ১০৫) তুরস্কের 'ঘুরণ দরবেশ'-রা কোন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত — কাওয়ালি / সুফি নৃত্য / ক্যালিগ্রাফি? ১০৬) জাভেদ করিম, চাদ-হার্লে ও স্টিভ চেন-এর হাত ধরে কোন বিখ্যাত ভিডিও শেয়ারিং সাইটের সূচনা হয়েছিল? ১০৭) হ্যারিকেন কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত — ক্রিকেট/ফুটবল/টেনিস? ১০৮) প্রিস্টিনা কোন দেশের রাজধানী— মোনাকো/কঙ্গো/কসোভো/টোগো/লেসোথো। ১০৯) 'ও. হেনরি' ছদ্মনামে লিখতেন কোন বিখ্যাত মার্কিন লেখক? ১১০) 'বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না' — এটি কার উক্তি?

## গত সংখ্যার (ফেব্রুয়ারি) উত্তর

৯১) কাজী নজরুল ইসলাম, ৯২ সালে, ৯২) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ওপেন স্কুলিং, ৯৩) কাচের সামগ্রী, ৯৪) রজনীকান্ত, ৯৫) কমেডি টিম, ৯৬) বিনোদন, ৯৭) ব্রিটেন, ৯৮) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে, ৯৯) কোরিয়া-জাপান (২০০২) বিশ্বকাপে।

# সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশেষ বিশেষ খবর ঃ জুলাই ২০১৯

*(গত সংখ্যায় পর)*

**২২ ঃ চাঁদের দেশে পাড়ি দিল**

ঘড়ির কাঁটায় তখন ২টো ৪৩। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র থেকে চাঁদের দেশে পাড়ি দিল চন্দ্রযান-২। আগের বার ৫৬ মিনিট আগে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এই উৎক্ষেপণ। ধরা পড়েছিল জ্বালানির লিকেজ।

**৩০ ঃ বাধামুক্ত ও ত্বালাক বিল**

ভোটাভুটিতে রাজ্যসভাতেও পাশ হয়ে গেল ৩ ত্বালাক বিল। গত সপ্তাহে কংগ্রেস, তৃণমুল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকে সহ অন্য দলগুলির ওয়াক আউট সত্ত্বেও লোকসভায় আগেই ভোটে পাশ হয়ে গেছে ৩ ত্বালাক বিলটি। এদিন পাশ হয়ে গেল সংসদের উচ্চকক্ষেও। কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা বিলটিতে পরিমার্জনের জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব দেন। তবে সেই প্রস্তাব ভোটাভুটিতে খারিজ হয়ে যায়। বিলের পক্ষে ভোট পড়ে ৯৯, বিপক্ষে ভোট পড়ে ৮৪টি। ভোটাভুটির সময় গরহাজির ছিলেন জেডি (ইউ), এআইএডিএমকে সপা, বসপা, টিআরএস, টিডিপি, আরওয়াইএআর, কংগ্রেস দলের সাংসদরা। বিএসপি সাংসদরাও ওয়াক আউট করেন।

**★ শপথ নিলেন রাজ্যপাল জগদীপ**

শপথ নিলেন রাজ্যের নতুন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। শপথ বাক্য পাঠ করান কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি থোট্টাথিল বি রাধাকৃষ্ণাণ। রাজ্যের ২৮তম রাজ্যপাল হিসাবে দায়িত্ব নিলেন ধনকর। সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী জগদীপ ধনকর একসময় লোকসভার সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন।

# বিজ্ঞানের খবর-৩৮

## কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণের নয়া প্রযুক্তি

★ বায়ুমণ্ডলে ক্রমশ কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। কিন্তু সুখবর হল, বায়ু থেকে কার্বনডাই অক্সাইড শোষণের প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়েছে। ব্রিটিশ কলম্বিয়াভিত্তিক এক প্রতিষ্ঠান দেখিয়েছে, কার্যকর পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডল থেকে এই গ্যাস শোষণের বিষয়টি। তবে পরিবেশবিদদের ধারণা, এই প্রযুক্তি আবিষ্কারের ফলে ভূগর্ভস্থ তেল উত্তোলনের পরিমাণ আরও বেড়ে যেতে পারে। ইতিমধ্যে সুইজারল্যান্ডের প্রতিষ্ঠান ক্লাইমওয়ার্কস এই গ্যাস শোষণের প্রযুক্তি আবিষ্কার করে সেগুলো দিয়ে শাকসব্জি উৎপাদনের কাজে লাগাচ্ছে। *(১৮.৩.১৯)*

## কম ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহ সফল উৎক্ষেপণ ইসরোর

★ ১২ লাখ টাকা ব্যয় ১ কিলো ২০০ গ্রাম ওজনের কালামস্যাট ভি২ নামে কৃত্রিম উপগ্রহকে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করল ইসরো। শুক্রবার শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন স্পেস সেন্টার থেকে মহাকাশে পাঠানো হয় কৃত্রিম উপগ্রহটিকে। ১০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ সংযোগকারী উপগ্রহটিকে তৈরি করেছে পড়ুয়ারা। এর জন্য খরচ হয়েছে ১২ লাখ টাকা। গত ৬ বছর ধরে এটি তৈরির কাজ চলছিল। ২০ জনের পড়ুয়ার দল এটিকে মাত্র ৬ দিনে তৈরি হয়েছে। এর পাশাপাশি সেনা উপগ্রহ মাইক্রোস্যাট-আর নামে একটি সেনা উপগ্রহকেও উৎক্ষেপণ করেছে ৪৪ মিটার লম্বা চতুর্থ স্টেজের পিএসএলভি-সি ৪৪ রকেট। শুক্রবার সকাল ১১টা ৩৭ মিনিট নাগাদ মহাকাশে পাঠানো হয় মাইক্রোস্যাট-আর উপগ্রহকে। উৎক্ষেপণের ১৩ মিনিট ২৬ সেকেন্ডের মধ্যে কক্ষে স্থাপন করা হয় ৭৪০ কেজি ওজনের মাইক্রোস্যাট-আরকে। *(২৬.১.১৯)*

# শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-৩৯

## ৫ স্বাস্থ্য পরীক্ষা সব পুরুষেরই করা উচিত

★ যাদের বয়স ৪০ পেরিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে বছরে অন্তত একবার ৫টি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। ★ আপনার মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কতটা, রক্তচাপ পরীক্ষা করাতে হবে। ঝুঁকি বুঝতে ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম ও লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষা করে নিন। ★ আপনার মধ্যে ক্যান্সারের ঝুঁকি কতটা। এর জন্যে ফ্লেক্সিবল সিগমোইডোস্কপি করিয়ে নিতে হবে। ফিকাল অকাল্ট ব্লাড টেস্ট (এফওবিটি), কোলনোস্কপি আর মোল স্ক্রিনিং করানোটাও খুবই জরুরি। যারা ধূমপায়ী, তাদের জন্যে লো-ডোজ কম্পিউটেড টমোগ্রাফি করানো অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া প্রোস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন ও ডিজিটাল রেক্টাল করিয়ে নিতে পারলে ভালো হয়। ★ শ্রবণজনিত সমস্যায় অডিওগ্রাম পরীক্ষা করতে হবে। ★ দৃষ্টিশক্তি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে করিয়ে নিন চোখে পরীক্ষা। ★ ডায়াবেটিসের পরীক্ষা।

## অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন চিকিৎসক

★ অস্ত্রোপচারের মধ্যেই রোগীকে টেবিলে রেখে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন চিকিৎসক। সেই ছবি ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ঘটনাটি ঘটেছে চিনে। ওই চিকিৎসকের নাম সার্জেন লুও শানপেং। তিনি চিনের গোয়েইজো প্রদেশের গিইয়াংয়ের ৬ নম্বর পিপলস হাসপাতালে কর্মরত। ৪ জানুয়ারি এক অভিবাসী শ্রমিকের প্রায় ছিঁড়ে যাওয়া হাত জোড়া লাগানোর অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। ওই অস্ত্রোপচারের আগে টানা আরও পাঁচটি অস্ত্রোপচার করেন চিকিৎসক লুও। এরপরও ওই অভিবাসী শ্রমিকের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে অনুরোধ করা হয়েছিল অস্ত্রোপচারটি করতে। কিন্তু টানা ২০ ঘণ্টার কাজের ধকল সামলাতে না পেরে তিনি কাজের মাঝে ঘুমিয়ে পড়েন। *(১০.১.১৯)*

## ইউরিন ধরে রাখতে না পারার সমস্যাটা

★ একটু বয়স বাড়লেই অনেকেই ইউরিন ধরে রাখতে না পারার সমস্যায় ভোগেন। মূলত মহিলাদেরই এই সমস্যার কথা বেশি শোনা যায়। ইউরিনের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে না পারা, ইউরিন পেলে সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমে ছোটা, হাঁচি, কাশি বা সামান্য চাপে খানিকটা ইউরিন বেরিয়ে আসার সমস্যায় পঞ্চাশোর্ধ্ব অনেক মহিলাই ভোগেন। একে চিকিৎসার পরিভাষায় বলে ইউরিনারি ইনকনটিনেন্সি। পুরুষও এই একই সমস্যায় ভোগেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রোস্টেটগ্রন্থি বড় হয়ে মূত্রথলিতে চাপ দিলে এই সমস্যা হয়। কখনও আবার ব্লাডার বা ইউরিনারি ট্র্যাক্টের স্নায়ু শিথিল হয়ে গেলে মূত্রথলির ধারণক্ষমতা বা সংবেদনশীলতার সমস্যাতেও এটা তৈরি হয়। ১) প্রথমেই বলব অতিরিক্ত ক্যাফেইনসমৃদ্ধ পানীয়, যেমন কফি, সঙ্গে অ্যালকোহল, চা, সফট ড্রিংক্স এই সমস্যা বাড়ায়। ২) প্রতি দেড়-দুঘণ্টা অন্তর বাথরুমে গিয়ে মূত্রনালী খালি করুন। বেশিক্ষণ ইউরিন ধরে রাখবেন না। এর থেকে কিডনির উপর অযথা চাপ পড়ে। মনে রাখবেন, প্রোস্টেটের সমস্যায় হঠাৎ করে এর থেকে ইউরিন আটকে যাওয়ার সমস্যা হয়। ৩) ডায়াবেটিস থাকলে তাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখুন। কেন না, ডায়াবেটিসের দরুন বারে বারে ইউরিন পাস করার প্রয়োজন হয়। ৪) পুরুষদেরও ইউরিনে সংক্রমণ হয়, তবে সেটা মহিলাদের তুলনায় অনেকটাই কম। ইউরিনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারা, ইউরিন করার সময়ে জ্বালা করা, ইউরিন হওয়ার পরে মনে হল আরও খানিকটা হলে ভালো হতো, তলপেটে প্রবল অস্বস্তি হলে ইউরিন কালচার করান। ৫) বয়স ৫৫ পার হলে এনলার্জড প্রোস্টেট বা প্রোস্টেটে অন্য কোনও সমস্যা আছে কি না তা ভালো করে পরীক্ষা করান। যদি প্রয়োজন হয় অপারেশন করাতে পিছপা হবেন না।

# এখন মেয়েরা - ৪০

## লিঙ্গবৈষম্য সবথেকে কম আইসল্যান্ডে

★ বিশ্বে লিঙ্গবৈষম্য সবথেকে কম আইসল্যান্ডে। ১৪৯ দেশের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাস-২০১৮ রিপোর্টে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ায় সবথেকে খারাপ অবস্থায় রয়েছে বাংলাদেশ। তালিকায় ৪৮তম স্থানে রয়েছে দেশটি। এরপর রয়েছে শ্রীলঙ্কা। এশিয়ায় সবথেকে খারাপ অবস্থানে রয়েছে ভুটান ও পাকিস্তান। নেপাল (১০৫), ভারতের (১০৮) অবস্থানও খুব একটা ভালো নয়। পাকিস্তান ১৪৮। সবথেকে খারাপ অবস্থায় রয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়েমেন। তালিকায় সবার শেষে (১৪৯) রয়েছে। সবার শীর্ষে রয়েছে আইসল্যান্ড। এরপর রয়েছে যথাক্রমে নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নিকারাগুয়া, রোয়ান্ডা, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপিন্স, আয়ারল্যান্ড ও নামিবিয়া। আর্থিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতা আসতে এখনও ২০২ বছর লাগবে। শিক্ষায় ১৪ বছর এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরও ১০৭ বছর লাগবে। *(২০.১২.১৮)*

## *তিনের পাতার পর* সুন্দরবনের বাঘ ঃ জুলাই ২০১৯

এই চার বছরের দেশে মোট ৪২৩টি বাঘের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে আছে ৭৩টি চোরাশিকারের ঘটনা। এর বাইরে ৮৭টি মৃত্যুকে সন্দেহজনক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সব থেকে কম চোরাশিকার হয়েছিল ২০১৫ সালে (১২টি)। সেবার একটিও সন্দেহজনক মৃত্যুর ঘটনা ছিল না। ২০১৮ সালে ১৩টি চোরাশিকারের ঘটনা ঘটলেও সন্দেহজনক মৃত্যুর সংখ্যা ৫১। গত বছর এ রাজ্যের লালগড়ে একটি বাঘকে পিটিয়ে ও বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়েছিল। এই তথ্য দেখিয়েই অনেকের প্রশ্ন, সংখ্যা বাড়লেও বাঘের নিরাপত্তা বেড়েছে কি? বর্তমানে বাঘের যাতায়াতের পথে ক্যামেরা লাগানো হয়। প্রতিটি বাঘের ডোরাকাটা দাগ আলাদা হয়। তাই সেই ছবি দেখে আলাদা আলাদা ভাবে বাঘ শনাক্ত করা সম্ভব।

**বাঘের সংখ্যা ঃ** মধ্যপ্রদেশ - ৫২৬, কর্ণাটক - ৫২৪, উত্তরাখণ্ড - ৪৪২, মহারাষ্ট্র - ৩১২, তামিলনাড়ু - ২৬৪, কেরল - ১৯০, অসম - ১৯০, উত্তরপ্রদেশ - ১৭০, রাজস্থান - ৬৯, বিহার - ৩১, অরুণাচল - ২৯, ঝাড়খণ্ড - ৫, ওড়িশা - ২৮, ছত্তিশগড় -১৯, সুন্দরবন - ৮৮, উত্তরবঙ্গ - ০।

★ **বাঘ বেড়েছে বাংলায় ঃ** ৪ বছরে সুন্দরবনে বাঘ বেড়েছে ১২টি। ২০১৪ সালের সর্বশেষ বাঘশুমারি অনুযায়ী সুন্দরবনে ৭৬টি বাঘ ছিল। এবার তা বেড়ে হয়েছে ৮৮টি। সারা দেশে গত ৪ বছরে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে ৭৪১টি। বর্তমানে দেশে ২৯৬৭টি বাঘ রয়েছে।

## সাপের ভয় দেখিয়ে লুঠ

★ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কলকাতার সাউথসিটি মলের সামনে। গঙ্ক গ্রিন থেকে ৪ জনকে আটক করেছে। দুই দম্পতি আইনক্সে সিনেমা দেখে ফিরছিলেন। পোদ্দারনগরের কাছে হঠাৎই দুই যুবক বাইকে করে এসে বন্দুক তুলে টাকাপয়সা, সোনাদানা চায়। না দিলে গায়ে বিষধর সাপ ছেড়ে দেব বলে। মহিলার স্বামীর মাথায় বাঁট দিয়ে মারলে রাস্তায় পড়ে যান। দুষ্কৃতিরা কয়েক হাজার টাকা ও অন্যান্য সামগ্রী হাতিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর মহিলার স্বামী ১০০ ডায়ালে ফোন করে গোটা বিষয়টি জানান।

# শ্রদ্ধা নিবেদন

## তুষার কাঞ্জিলাল প্রয়াত

★ পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষক তুষার কাঞ্জিলাল (৮৫) প্রয়াত হলেন ২৯ জানুয়ারি '২০। জন্ম - বাংলাদেশে নোয়াখালিতে। ১৯৬৭ সালে ৩ জানুয়ারি প্রত্যন্ত রাঙাবেলিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দেন। একজন বিশিষ্ট সমাজসেবি। রাঙাবেলিয়াতে ১৯৮৬ সালে টেগোর সোসাইটি শুরু করেন। সুন্দরবনে উন্নয়নে বহু সামাজিক কাজ করেছেন। তিনি পরিবেশবিদ, লেখক। বিছানায় শুয়ে শুয়ে লিখেছেন আমার জীবন আমার সুন্দরবন, গ্রামের ডায়েরি, সুন্দরবনে সাতকাহন ইত্যাদি। আজকের বসুন্ধরা পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

## সমাজসেবী শিক্ষক বিধুভূষণ মণ্ডল প্রয়াত

**প্রভুদান হালদার ঃ** সুন্দরবনের বাসন্তীর কিংবদন্তি ইংরেজি শিক্ষক বিধুভূষণ মণ্ডল (৭৯) ৭ ফেব্রুয়ারি '২০ প্রয়াত হলেন। মরদেহ বাসন্তী আনা হলে শয়ে শয়ে মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। মরদেহ বাসন্তী হাইস্কুলে আনা হয়। যেখানে ৩২ বছর শিক্ষকতা করেছেন। ছিলেন হাই সুগারের রোগী। কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত সচল ছিলেন। জন্ম গোসাবার চিমটায়। প্রতি ২৫ ডিসেম্বর চিমটায় কীর্তনের আসর বসাতেন। চিমটা এলাকার মানুষের অনেক দায়িত্ব পালন করতেন। ওখানেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রাক্কালে ১৯৬৯তে পিতাকে হারান। সেন্ট পলস্ থেকে ইংরেজি অনার্স, কল্যাণী, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ। ১৯৭৭ থেকে বাসন্তী হাইস্কুলে শিক্ষকতা, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক হয়ে অবসর ২০০৯ এ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি ছিলেন ২০০২এর জানুয়ারি থেকে ১৮ মাস। বাসন্তীর জন্য বেশ কিছু রাস্তা টিউবওয়েল উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। জেলার স্কুলগুলির উন্নয়নে বহু কাজ করেছেন। আয়লা বিধ্বস্ত জন্মভূমি চিমটায় ত্রাণ বিতরণ করেছেন। রেখে গেলেন স্ত্রী দুই পুত্র এক কন্যা ও গুণমুগ্ধদের। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শিক্ষায় অপূরণীয় ক্ষতি হল।

# শিক্ষা-২৩

## বন্ধের মুখে ৮০০ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

★ প্রতি বছর আসন খালি থাকে। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন কলেজে ৩৫ হাজার আসন রয়েছে। তিনবার কাউন্সেলিংয়ের পরও ছাত্র পাচ্ছে না। *(৩.৯.১৭)*

## *তিনের পাতার পর* সাপের কামড়ে মৃত্যু ঃ জুলাই ২০১৯

দাদপুরের বাবনান পঞ্চায়েতের ছোটগোয়ে গ্রামে। জয়ন্তীকে বাড়িতে সাপে কামড়ায়।

**২১ ক্যানিংয়ে সাপের কামড়ে মৃত্যু ঃ** ক্যানিং থানার তালদির পূর্ব শিবনগর গ্রামে সাপের কামড়ে মৃত্যু হল শামিম সরদার (৪৫)-রের। বিছানায় সাপে কামড়ায় তাঁকে। রাত ১টা নাগাদ চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে মারা যান।

**২৩ ঃ সাপের কামড়ে মৃত্যু ৩ ঃ** সাপের কামড়ে ৩ জন মারা গেলেন। সোমবার রাতে সাপে কামড়ায় রায়নার উদয়রার বাসিন্দা জয়ন্তী দাস (৫৬)কে। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করলে মঙ্গলবার সকালে তিনি মারা যান। কালাচের কামড়ে মারা গেলেন, নমিতা ক্ষেত্রপাল(২৬), বাড়ি মেমারি থানার দেবীপুরে। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। রাতে গাছের নিচে ঘুমিয়ে থাকার সময় সাপের কামড়ে মারা যান সুভাষ সোরেন (৩৬)। তাঁর বাড়ি দেওয়ানদিঘির আউশায়। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার পর মঙ্গলবার ভোরে তিনি মারা যান।

## সোনার কৌটোতেই খাচ্ছিল ওরা

★ নিজামের সংগ্রহশালা থেকে মণিরত্নখচিত টিফিনকৌটো, সোনার কাপ, চামচ হাপিশ করে চম্পট দিয়েছিল দুই মহাচোর। এমন কেপমারির পর সপ্তাহখানেক মুম্বইয়ের এক পাঁচতারা হোটেলে রাজার হালে ছিল দুজনে। রোজ নিজামের হীরে-চুনি-পান্নাখচিত ৪ কেজি ওজনের সোনার টিফিনকৌটো থেকে খেয়েছেও। যদিও ওই তিনপাল্লার টিফিনবক্সের আসল মালিক নিজাম মির ওসমান আলি খান নিজে এসব কখনো ব্যবহার করেননি। চুরির সাতদিন পর ওই দু'জনকে মুম্বই পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

চুরিটি ঘটেছিল ২ সেপ্টেম্বর '১৮ শেষরাতে। ওই সংগ্রহশালার ঘুলঘুলির লোহার গ্রিল কেটে ঢুকেছিল ওরা। নিজামের টিফিনকৌটো, কাপ সরিয়ে চোখ পড়েছিল সোনায় বাঁধানো কোরানে। তবে ফজর-এ-আজান শুরু হওয়ায় পালায় ওরা। চুরি যাওয়া জিনিসগুলোর বাজারদর ১ কোটি টাকা। প্রত্নমূল্য ধরলে তো কথাই নেই। দুবাইয়ে বিক্রি করতে পারলে অনায়াসে ৩০-৪০ কোটি টাকা পাওয়া যেত। সংগ্রহশালায় ৩২টি ক্যামেরার চোখ বেবাক ফাঁকি দিয়ে হাতসাফাই করেছে ওরা। চুরির সাতদিন আগে পর্যটক সেজে রেইকি করে সব আটঘাট বুঝে নিয়েছিল। সংগ্রহশালায় ১৮টি প্রবেশপথ। তার একটি থেকে মোটরবাইক চড়ে পালায় ওই দুই চোর। সওয়ারি যে, তাকে অনবরত ফোনে কথা বলতে দেখা যায়। তাদের ফোন ট্র্যাক করতে ২২ জনের একটি টিম ৩০০টি মোবাইল টাওয়ারের ডেটা খতিয়ে দেখে। হায়দরাবাদ থেকে সোজা মুম্বইয়ে পাড়ি দিয়েছে ওরা। সাতদিনের মাথায় সেই অভিযান শেষে খোয়া যাওয়া সব মূল্যবান সামগ্রীই উদ্ধার হয়েছে। ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ৪৫০টি। দু'জনের মধ্যে মূল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ২৬টি মামলা চলছে। নিজামের সংগ্রহশালার সাজানো সামগ্রী ষষ্ঠ নিজাম মির মেহবুব আলি খানের আমলের। এই বহু মূল্যের সামগ্রী শেষ ব্যবহার করেন হায়দরাবাদের নিজাম মির ওসমান আলি খান বা সপ্তম আসফ জাহ। *(১২.৯.১৮)*

# টুকরো খবর

## বিষ্ণুপুরের আজব মেলায় বিক্রি হয় পুরনো জিনিস

★ **ইয়ারনবী গায়েন ঃ** দক্ষিণ ২৪ পরগনার মানুষ মেতে উঠেছে শতাব্দী প্রাচীন বিষ্ণুপুর মেলা নিয়ে। এখানে যা মেলে সবই পুরনো। বৈজ্ঞানিক জিনিস থেকে শুরু করে ঘরের আসবাবপত্র হোক বা জামাকাপড় থেকে শুরু করে সাজগোজের জিনিসই হোক — সব কিছুই পাওয়া যায় এই মেলায়। শুধু ক্রেতাদের কিনে নিয়ে যেতে হবে পুরনো জিনিস। গঙ্গাসাগর শেষেই শুরু হয় বিষ্ণুপুর মেলা। মোবাইল, ল্যাপটপ — কী নেই এই মেলায়। এবার দিন কয়েক আগে সূচনা হয়েছে বিষ্ণুপুর মেলার। এই মেলার আর এক নাম গঙ্গামেলা। শোনা যায়, এক সময় মন্দিরবাজারের দক্ষিণ বিষ্ণুপুর দিয়ে বয়ে যেত আদি গঙ্গা। আজ উধাও হয়েছে স্রোতস্বিনী গঙ্গা। পরিবর্তে রয়ে গিয়েছে এক ছোট্ট পুকুর। একটা সময় ছিল যখন মকর সংক্রান্তির দিন গঙ্গায় স্নান করা নিয়ে মানুষের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। তবে আজও এই পুকুরে নিয়ম মেনে হাজার হাজার মানুষ পুণ্যস্নান সারেন। সেই মকরস্নান উপলক্ষেই বসে গঙ্গামেলা। প্রথম থেকেই এই মেলায় দোকানিরা পুরনো সামগ্রী নিয়ে বসেন। যুগের সঙ্গে সঙ্গে সেইসব সামগ্রীর চেহারা বদলালেও বদলায়নি প্রথা। জিনিসপত্র বিকিকিনির পাশাপাশি থাকে নানারকম নাগরদোলা, চমকদার খাবারের স্টল। এই মেলায় পাওয়া যেতে পারে হারিয়ে যাওয়া রাজবাড়ি বা জমিদারবাড়ির পুরনো আসবাবপত্র, খাট, পালঙ্ক।

● PRINTED, PUBLISHED & OWNED BY BISWAJIT MAHAKUR ● PRINTED AT SUSENI PRINTERS ● VILL. - GHUTIARY SHARIP, P.O. - BANSRA, SOUTH 24 PARGANAS ● PUBLISHED AT JOYGOPALPUR, P.O. - J.N.HAT, P.S. - BASANTI, DIST.- S.24 PARGANAS, PIN - 743312 ● PH - 8436644591, 8926420134 ● e-mail : prabhuhaldar@gmail.com
EDITOR : PRABHUDAN HALDAR